আলমডাঙ্গায় আমন খেতে পোকার আক্রমণে বিপর্যস্থ কৃষক

আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি গ্রামের কৃষক আবু জাফর এবার ৭ বিঘা জমির আমনের খেতে সাম্প্রতিক বিভিন্ন পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে। আবু জাফর বলেন, ‘কৃষি বিভাগের পরামর্শে খেতে আলোক ফাঁদ ব্যবহার শুর” করেছি।’ বেলগাছি গ্রামের কৃষক নজর”ল ইসলাম বলেন, ‘আমি পাঁচ বিঘা জমিতে এবার আমন ধানের চাষ করেছি। এক-দুদিন পরপর কীটনাশক স্প্রে করেও পোকা নিধন করা যাচ্ছে না। এতে লোকসান গুনতে হতে পারে। একারণে অবশেষে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে আলোক ফাঁদ প্রযুক্তি ব্যবহার করছি।’

এসব পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে উপজেলায় চলতি আমন খেতের পোকার আক্রমণ থেকে সুরক্ষায় আলোক ফাঁদ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। এসব ক্ষতিকর পোকামাকড়ের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও তা দমন করতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় কৃষকেরা ইতিমধ্যে উপজেলার ৩০ টি ব্লকে আলোক ফাঁদ স্থাপন করেছেন। এছাড়া পযায়ক্রমে আরও ১৬ টি আলোক ফাঁদ স্থাপন করা হবে।

উপজেলা কৃষি কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলায় ১৬ হাজার ৫৩৫ হেক্টর জমিতে এবছর আমন ধানের আবাদ হয়েছে। এ ছাড়া কয়েক হাজার হেক্টর জমিতে পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে। কয়েক দিন পর গাছে থোড় আসবে। এই সময়ে ধানে বাদামি ঘাস ফড়িং, সবুজ ঘাস ফড়িং, পাতামোড়ানো পোকা, গান্ধী পোকা, মাজরা পোকাসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর পোকা আক্রমণ করে।

পোকার উপস্থিতি নির্ণয় করতে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে আমনখেতে আলোক ফাঁদ ব্যবহার শুর” করা হয়েছে, সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে চলবে এ কাযক্রম। কৃষি সম্প্রসারন দপ্তর ১০টি ব্লকে আলোক ফাঁদ স্থাপন করেছে। অবশিষ্ট ৩৬ টি ব্লকে কৃষি কর্মকর্তাদের সহায়তায় কৃষকেরা এই আলোক ফাঁদ স্থাপন করেছেন। এ মৌসুমে আলোক ফাঁদের সংখ্যা ৪৬ ছাড়িয়ে যাবে। গত বছর তুলনায় এবছর আলোক ফাঁদ স্থাপন বেশী স্থাপন করা হয়েছে বলে কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্রে জানাগেছে।

উপজেলা উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণের এক কর্মকতা বলেন, রাতের বেলায়

খেতে বৈদ্যুতিক বাল্ব টানানো হয়। বাল্বের নিচে পাত্র রাখা হয়। পাত্রের মধ্যে ডিটারজেন্ট বা কেরোসিনমিশ্রিত পানি থাকে। আকৃষ্ট হয়ে পোকামাকড় আলোর কাছে আসে এবং পাত্রের পানির মধ্যে পড়ে মারা যায়। ওই পোকামাকড় দেখে ক্ষতিকর পোকামাকড়ের উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়। একটি খেতে তিন দিন এই আলোক ফাঁদ রাখতে হয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহানা পারভিন বলেন, পোকার আক্রমণে যাতে ফলনে প্রভাব না পড়ে, সে জন্য এবার আগে থেকেই বেশিসংখ্যক আলোক ফাঁদ ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে ব্যয় একেবারেই কম। ইতিমধ্যে উপজেলার সব ব্লকে আলোক ফাঁদ প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পরে সর্বস্ব খোয়ালেন কৃষক

দামুড়হুদা ডুগডুগি পশুহাটে গরু কিনতে এসে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পরে সর্বস্ব খোয়ালেন কৃষক মহিদুল ইসলাম (৪০)। সে ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার বলহরপুর গ্রামের কৃষক বারেকের ছেলে।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে কোটচাঁদপুর টু দর্শনা বাস যোগে আসার সময় প্রতিমধ্যে যেকোনো স্থানে এঘটনা ঘটে।

জানাগেছে, ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার বলহরপুর গ্রামের কৃষক বাকেরের ছেলে মহিদুল ইসলাম গরু কেনার জন্য ডুগডুগি পশু হাটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সকাল আনুমানিক সাড়ে ১১ টার দিকে বলহরপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ডুগডুগি পশু হাটের উদ্দেশ্যে বাসে ওঠে। প্রতিমধ্যে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে তার কাছে থাকা গরু কেনার ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পুরাটাই নিয়ে নেই অজ্ঞান পার্টি। পরে বাস থেকে তাকে দর্শনার রেলগেট সংলগ্ন স্থানে নামিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় লোকজন তাকে রাস্তায় পরে থাকতে দেখে তার কাছে থাকা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নিকট আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ করে।

প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ডুগডুগি শশুর বাড়িতে তাকে রাখা হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তার কোন হুশ ছিল না।

আলমডাঙ্গায় ড্রাগন বাগানের বৈদ্যুতিক ফাঁদে আটকে কৃষকের প্রাণহানি

আলমডাঙ্গা উপজেলায় এক ড্রাগন চাষী চুরি ও পশুপাখি ঠেকাতে পাতা বৈদ্যুতিক ফাঁদে আটকা পড়ে শেখ আব্দুল হালিম (৫০) নামে এক কৃষক মারা গেছেন। আজ শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের মাজহাট এলাকার বাইলে মাঠ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত শেখ আব্দুল হালিম ওই এলাকার মৃত শেখ মহিউদ্দীনের ছেলে। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষে থেকে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করা প্রস্তুতি চলছিল। ঘটনায় পর থেকেই ড্রাগন চাষী শাজাহান হোসেন মিরা পলাতক রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, গত ৪ বছর আগে মাজহাট গ্রামের বাইলে পাড়া মাঠে ড্রাগন চাষ করেন একই এলাকার শাজাহান হোসেন মিরা। চুরি ও পশুপাখি রোধে বাগানের চারিপাশে বৈদ্যুতিক তার বিছিয়ে রাখেন। আজ শুক্রবার সকালে নিহত শেখ আব্দুল হালিমসহ আরও দুজন প্রতিবেশী জিল্লুর রহমানের কলা বাগানে কাজ করতে যান। সকাল ১০টার দিকে হালিম পানি খাওয়ার জন্য ড্রাগন বাগানে যায়। এসময় ছিটিয়ে রাখা বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

এদিকে কৃষক আব্দুল হালিমের মৃত্যুর ঘটনায় ড্রাগন চাষী শাজাহান হোসেন মিরার বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি তুলেছে এলাকাবাসী।

আব্দুল জব্বার নামের এক কৃষক জানান, কয়েক মাস আগে চুরি ও পশুপাখি রোধে বাগানের চারিদিকে বৈদ্যুতিক তার ছিটিয়ে রেখেছে। সার্বক্ষণিক ওই তারে বিদ্যুৎ থাকে। ড্রাগন মালিক কোন প্রচার কিংবা ব্যানার ফেস্টুন না লাগিয়ে মানুষ মারার ফাঁদ তৈরি করেছে।

আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, আজ শুক্রবার দুপুরে ঘটনাস্থল থেকে নিহত কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এঘটনায় তদন্ত চলছে। আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সাড়ে ৮’শ কৃষকের মাঝে কীটনাশক বিতরণ

‘মানুষ-পৃথিবী সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আসুন আমরা একতাবদ্ধ হই’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে সাড়ে ৮’শ কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে কীটনাশক ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে শৈলকুপা উপজেলার বারইপাড়া-হাবিবপুর গ্রামের মাঠে এ কীটনাশক বিতরণ করা হয়। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত সাঈদ, মুগ্ধ ও ইয়াসিনের স্বরণে গঠিত ‘এসএমওয়াই’ ফাইন্ডেশনের পক্ষ থেকে ধানের মাজরা পোকা দমনের জন্য এ কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়। সেসময় ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা রোকনুজ্জামান রোকন, কর্মকর্তা মাওলানা ইউনুস আলীসহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা জানায়, ওই এলাকার কৃষকদের আবাদকৃত ধানের মাজরাপোকা দমনের জন্য সাড়ে ৮ হাজার কৃষকের মাঝে পদ্মা অয়েল কোম্পানির ওষুধ বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত কীটনাশক দিয়ে ওই এলাকার ৫৬ হাজার শতক জমিতে প্রয়োগ করা যাবে বলেও জানান তারা।

দর্শনায় মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও পিকেএসএফ এর সহায়তায় পারকৃষ্ণপুর - মদনা ইউনিয়নে মৎসজীবিদের নিয়ে আধা নিবিড় পদ্ধতিতে কার্প জাতীয় মাছের উন্নয়ন ও মোটাতাজাকরনের পদ্ধতি ও প্রযুক্তি নিয়ে মাছ

চাষের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালে পারকৃষ্ণপুর গ্রামে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ দিবসে মৎসজীবি সংগঠনের অন্যতম সংগঠক সাধন হালদারের সভাপতিত্বে মাঠ দিবসের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে ছিলেন এশিয়ান টিভির জেলা প্রতিনিধি মোঃ আজাদ হোসেন।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়নের সভাপতি শফিউল্লাহ শফি, সাধারণ সম্পাদক আজিবার রহমান, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দর্শনা সাংবাদিক সমিতির সাধারন সম্পাদক হানিফ মন্ডল, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন, মনিরুজ্জামান মনি, সাংবাদিক মামুন, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক নির্মল দাস, সিনিয়র সমন্বয়কারী মোঃ কামরুজ্জামান যুদ্ধ ও মৎস কর্মকর্তা আবু সাই।

মাঠ দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন বিগত দিনে বাংলার মানুষ ছিলো মাছে-ভাতে বাঙ্গালী । এই প্রথা এখন অতিত ও স্মুতিময়। তবে বর্তমানে এখনো এই বাংলায় নদ-নদী,খাল- বিল, বাওড় ও পুকুরসহ যত ধরনের জলাশয় আছে তা যত্রতত্র ভাবে অপরিকল্পিত ভাবে চাষ না করে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে যদি চাষ করা যায় তাহলে বিদ্যমান যে জলাশয় আছে তা দিয়েই মাছের চাহিদা পুরন করা সম্ভব। এজন্য সরকারের পাশাপাশি ওয়েভ ফাউন্ডেশন যেমন মৎসহ উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারনের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যে কাজ করছে তেমনি ভাবে মৎসজীবিসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষের এক্যবদ্ধ সমর্থন ও সহায়তা রকার। আর এই সম্মিলিত প্রয়াশের মাধ্যমে এেকিক যেমন মাছের চাহিদা পুরণ হবে ও অন্য দিকে পুষ্টির ঘাটতি পুরণ হবে।

মুজিবনগরে কৃষকদের মাসকলােইর

বীজ বিতরণের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে বীজ বিতরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে, উপজেলার ৪ শত কৃষকের মাঝে এই বীজ বিতরণের উদ্বোধন করা হয়।

বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বীজ বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি প্রশিক্ষণ অফিসার শামসুল আলম, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মাশরুবা আলম।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ৪ শত কৃষকের মাঝে ৫ কেজি মাসকলাই বীজ ১০ কেজি ডিএপি ৫ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হবে।

মুজিবনগরে বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মুজিবনগরে টানা তিনদিনের বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

আজ বুধবার সকাল থেকে সারাদিনব্যাপী অসহায় পরিবারগুলোর বাসায় যেয়ে নিজ হাতে খাবার সামগ্রী তুলে দিয়ে আসছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার

মাশরুবা আলম।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম অসহায় মানুষদের সরকারিভাবে বিভিন্ন সহযোগিতা করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন।

তিনি বলেন ,প্রথম পর্যায়ে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিপদগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সাময়িকভাবে ১০ কেজি করে চাউল দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে তাদের সরকারিভাবে আরও সহযোগিতা করা হবে।

চিনি শিল্পের কৃষি বিভাগকে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি পেশ

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) এর রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল সমূহকে লাভজনক ও যুগোপযোগী করতে চিনি শিল্পের কৃষি বিভাগ কে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবীতে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস বরাবর স্বারকলিপি পেশ করেছে চিনি শিল্প কতৃপক্ষ।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক কার্যলয়ে পেশ কৃত স্বারকলিপিতে বলা হয়েছে, চিনিশিল্পের কৃষি বিভাগ ও বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন কে সংস্কার ও ঢেলে সাজানো এবং লাভজনক করার দাবিতে চিনিশিল্প স্বারক লিপি পেশ করেছে ১৫ টি চিনিকলের কৃষি বিভাগ।

১৯৭২ সালের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর আদেশবলে বাংলাদেশ চিনিকল করপোরেশন গঠিত হয়। পরে ১ জুলাই ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ চিনিকল করপোরেশন ও বাংলাদেশ ফুড এন্ড অ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

গঠন করা হয়। এর অধীনে ১৫টি রাষ্ট্রায়ত্ব চিনিকল পরিচালিত হতো। কিন্তু বিগত সরকার লোকসানের অযুহাতে ডিসেম্বর ২০২০ সালে ৬ চিনিকল বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে যে চিনিকলের মিল চালু আছে, তাতেও সরকারের বিনিয়োগ ও সহযোগিতা যথার্থ নয়।

চিনিশিল্পে প্রায় ১৬ হাজার শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তার কর্মসংস্থান। আখচাষের ওপর নির্ভর দেশের উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় পাঁচ লক্ষ চাষী এবং এর সাথে ৫০ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। আখ একটি লাভজনক অর্থকরী ফসল এবং চিনি ও শুড় তৈরির প্রধান কাঁচামাল। কৃষি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, সৃষ্টি, অবকাঠামো, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিবেশ সুরক্ষা, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, শিশু খাদ্য ও মেডিসিন তৈরিতে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে আখের অবদান অনস্বীকার্য।

আখ একমাত্র ফসল যা কৃষক সরাসরি সরকার নির্ধারিত মূল্যে কৃষিভিত্তিক শিল্পে সরবরাহ করতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ কৃষিক্ষেত্রে ও আখ উৎপাদনে, চিনিশিল্পের কৃষি বিভাগ সরাসরি মাঠ পর্যায়ে কাজ করে থাকে। উৎপাদন ফলন বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে আমরা কৃষিবিভাগ কৃষি ও কৃষকের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কৃষি বিভাগে অনেক কৃষিবিদ, ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ও বিজ্ঞান বিভাগ হতে জনবল সরাসরি কৃষকের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে আখ উৎপাদ’ন ও আখের সাথে সাথীফসল হিসেবে আলু, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মসুর, মুগ, মাসকালাই, মরিচ, সরিষা, ভুট্টাসহ আরো বিভিন্ন রকমের শাকসবজি উৎপাদনে জড়িত ও কৃষকের উন্নয়নে কাজ করে থাকে। আমরা বাংলার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে মাঠ পর্যায়ে কাজ করি বিধায় চিনিকলগুলো এখনো টিকে আছে। বাংলাদেশ খাদ্য শিল্প করপোরেশনের কৃষি বিভাগের ইক্ষু উন্নয়নের সহকারি সিডিএ আব্দুল্লাহ আল মাসুদের পক্ষে স্মারকলিপি পেশ করে।

এ সময় স্বারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,কেরুজ চিনিকলের কৃষি বিভাগের সিডিএ হারিজুল ইসলাম,এ.এস.এম.কবির, এইচ এম সাকী মাহমুদ, মাঈনউদ্দিন আহমেদ, একরামুল হক খলিল, সাইফুল্লাহ, মুকুল হোসেন, শহিদুল হক,সিআইসি জুলফিকার আলী,প্রমুখ।

মেহেরপুরে চাষীদের কার্ড বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালি গাংনী গ্রামের ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির লিফ রিজনের অর্ধশত তামাক চাষীদের তামাক বিক্রয়ের কার্ড প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে বাতিল করার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে ভুক্তভোগী চাষীরা।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে কালিগাংনী-কাথুলী সড়কে মানববন্ধন করেন তামাক চাষীরা। মানববন্ধনে নেতৃত্বদেন, কালিগাংনী গ্রামের লিফ রিজনের তামাকচাষী মানিক হোসেন।

তিনি লিখিত বক্তব্যে বলেন, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (আর এম) হাসিবুর রহমান, এরিয়া লিফ ম্যানেজার সাইফুল ইসলাম, সহকারী লিফ ম্যানেজার তাসনিম হোসেন, যোগদানের পর থেকে মেহেরপুরে অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে তামাক ক্রয় করে আসছিলেন। গত বছর আমাদের এলাকার প্রকৃত তৃাাক চাষীদের তামাক না নিয়ে দালালদের মাধ্যমে অন্য জেলার বড় বড় তামাক ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে কেজিপ্রতি কমিশন নিয়ে নিম্নমানের তামাক ক্রয় করেন। ফলে কার্ডে তামাক বিক্রি করা ও ন্যায্যমুল্য থেকে বঞ্চিত হন চাষীরা। এমন নানা অনিয়মের প্রতিবাদ করি। এঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে কালিগাংনী গ্রামের লিফ রিজনের প্রায় ৪০ জন তামাক চাষীর কার্ড অবৈধভাবে বাতিল করেছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি।

আমরা এই ঘটনার বিষয়টি ব্রিটিশ টোব্যাকো কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সুদৃষ্টি কামনা করছি। কার্ড কেটে দেওয়ার বিষয়টি তদন্ত করে নিয়মানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করছি। একই সাথে আমাদের কার্ড তালিকাভুক্ত করার দাবী জানাচ্ছি।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, কালি গাংনী গ্রামের লিফ রিজনের তামাক চাষী, জাকের হোসেন, ইশারত আলী, জিনারুল ইসলাম, পিকলু, জিয়া উল হক, ইয়ারুল ইসলাম, সরোত দাস, ভরোত দাস, রকবুল হোসেন, গোলাম মোস্তফা, রমজান আলী, আখের আলী, মাহাবুল হক, আসাদুল হকসহ গ্রামের অর্ধশত তামাক চাষীরা মানববন্ধনে আংশ গ্রহন করেন

ঝিনাইদহে কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে আমন ধানের আন্ত: পরিচর্যা, বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও সরিষা চাষাবাদের কলাকৌশল শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে জেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের মিলনাতায়নের এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে মাগুরার বিনা উপকেন্দ্র। প্রশিক্ষণে ঝিনাইদহের বিভিন্ন উপজেলার ৫০ জন কৃষকদের বিনা উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল ও স্বল্পজীবনকালীন জাতসমূহের পরিচিতি আমন ধান ও সরিষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এতে ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্ঠি চন্দ্র রায়, বিনা ময়মনসিংহের পরিচালক ড. ইকরামুল হক, জেলা প্রশিক্ষন অফিসার মোশাররফ হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, আমন ধান ও সরিষাচাষাবাদে কৃষকদের করণীয়, প্রযুক্তিগত পরিচর্যা ও বীজ সংরক্ষণে নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদাণ করেন। সেই সাথে চাষাবাদে কোন প্রকার সহযোগিতার প্রযোজন হলে কৃষি বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন।